তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর: ৪৫১৬

**ভিসা অব্যাহতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ নিয়ে মিশরের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা**

বানজুল(গাম্বিয়া) ৪ মে:

পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুলে ১৫তম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনের সাইডলাইনে স্থানীয় সময় শনিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এবং মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ হাসান শুকরি (Sameh Hassan Shoukry) সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ নিয়ে প্রস্তাবনা দিলে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাথমিকভাবে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল ভিসা অব্যাহতি নিয়ে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হন।

পাশাপাশি উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা সংকটসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। নিয়মিত ফরেন অফিস কনসালটেশন আয়োজনের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরো জোরদার করতে একমত হন তাঁরা।

মিশরে বাংলাদেশ মিশনের চ্যান্সারি ভবন নির্মাণে মিশর সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে বলে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

এরপরই ডিজিটাল কো-অপারেশন অর্গাইনাইজেশনের (ডিসিও) মহাসচিব দিমা আল ইয়াহিয়া (Deemah Al Yahya) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিও'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আন্তর্জাতিক ব্যবহার সংক্রান্ত 'মাল্টিল্যাটেরাল এআই এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করছে বলে মহাসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিসিও'র মহাসচিবকে বাংলাদেশে সফর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সরেজমিনে দেখার আমন্ত্রণ জানালে তিনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং এ সফরের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে ডিসিও'র সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর এ দিন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেত্নো এল পি মারসুদি (Retno L. P. Marsudi) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে আলোচনা বৈঠকে স্থান পায়।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ওআইসির ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

#

আকরাম/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২২১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর: ৪৫১৫

**বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়ে ধারণ করে কাজ করতে হবে**

 **-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

সিরাজগঞ্জ, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়ে ধারণ করে কাজ করতে হবে। আমাদের মননে চেতনায় বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করা উচিত। সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ দরকার। সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীরা সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে।

মন্ত্রী আজ সরকারি শিশু পরিবার সিরাজগঞ্জে জটিল রোগীদের অনুদান ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ট্রাইসাইকেল বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে শিক্ষার্থী কম থাকুক আর বেশি থাকুক, নিবাসী কম থাকুক আর বেশি থাকুক এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিবাসীরা যেভাবে বড় হয়ে উঠছে, সেটা দেখে আমাদের মধ্যে ভালোলাগা কাজ করে। কারণ এই বাচ্চারা পড়াশোনা করছে ভালো করছে, এবং তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য, প্রত্যেকটি জাতীয় দিবসে তারা যে বিভিন্ন ডিসপ্লে করে এগুলো কিন্তু আমাদের যে অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানেও কিন্তু অধিকাংশ সময় এত ভালো হয় না।

মন্ত্রী আরো বলেন, এই নিবাসগুলোকে এই রিসোর্সগুলোকে আমরা আরো যেন ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি, সেজন্য সে পরিকল্পনা করছি। এবং এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় আছে এবং আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ শুরু করেছি।

মন্ত্রী শিশু পরিবারে সাঁতার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যু সেটার সংখ্যা কিন্তু বিরাট, আমাদের নদী মাতৃক দেশ তার মধ্যে আমরা বেশিরভাগ সাঁতার জানি না। শিশু মৃত্যুর অন্যতম বড় কারণ কিন্তু পানিতে ডুবে মৃত্যু, সে কারণে সাঁতার শেখানোটা খুব জরুরি। আমাদের দ্রুত নগরায়নের কারণে, অধিক জনসংখ্যার কারণে, খাল বিল নদী নালা ভরাট হয়ে গেছে, বিশেষ করে পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। আমাদের শিশু পরিবারের পুকুরগুলোকে সাঁতার শেখা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেব।

মন্ত্রী একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

পরে মন্ত্রী জটিল রোগীদের হাতে চিকিৎসা অনুদানের চেক ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে ট্রাই সাইকেল হস্তান্তর করেন।

সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২১৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ৪৫১৩

**কৃষকবান্ধব একটি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে**

 **-- গণপূর্তমন্ত্রী**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেছেন, কৃষকের অধিকার রক্ষায় কৃষকবান্ধব একটি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা কৃষক লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত কৃষক কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না। কৃষক সংগঠন শক্তিশালী না হওয়ায় তারা তাদের দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। এজন্য কৃষকের অধিকার রক্ষার স্বার্থে একটি কৃষিবান্ধব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষক লীগ হতে পারে কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী একটি রাজনৈতিক শক্তি।

মন্ত্রী আরো বলেন, যারা মুখে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কাজ করে এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে যাদের সখ্য তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষক লীগের আসন্ন সম্মেলন সফল করতে এবং একটি গতিশীল সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ লোকের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, শুধু চেহারা দেখে নয় কর্মকাণ্ড দেখে কমিটি গঠন করতে হবে। যারা দলের জন্য কাজ করবে এবং শ্রম দেবে তাদেরকে কমিটিতে স্থান দিতে হবে।

গত ২৯ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষক লীগের এটা দ্বিতীয় বর্ধিত সভা। সভায় বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হেজবুল বাহার রানা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান শরীফের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ বিশেষ বর্ধিত সভা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট সমীর চন্দ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র মোঃ হেলাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল বারী চৌধুরী মন্টু, কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নাজির মিয়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার মজিবুর রহমান মিয়াজী প্রমুখ। সভায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলার কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/সায়েম/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর: ৪৫১২

**যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে আমরা পাপমুক্ত হয়েছি**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ঘাতক দালাল নির্মূলের যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা কিছুটা হলেও সফল হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে আমরা দায়মুক্ত ও পাপমুক্ত হয়েছি।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মিলনায়তনে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আজ নিঃসন্দেহে একটি শুভদিন। মহীয়সী নারী জাহানারা ইমামের স্মৃতি জাদুঘর যেটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল। সেটি সরকার ও সংস্কৃতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় জাদুঘরের শাখা হিসেবে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে আরেকবার দায়মুক্ত হলাম। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ছিলেন ৭ কোটি মানুষের একজন পুরোধা নারী, যারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেছিল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছিল।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি, সফলতার কথা বলি। কিন্তু সেদিন রাজাকার, আল-বদর, আল শামস, ঘাতক দালালরা কীভাবে ৯ মাস লুণ্ঠন-অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর ছিনিয়ে নিয়েছে-হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছে সেসব কথা একেবারেই বলি না। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা আলোচনা হয়, কিন্তু এই দিকগুলো একেবারেই মুছে যাচ্ছে। কাজেই সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও যুদ্ধাপরাধীদের ইতিহাস আলোচনায় আনা উচিত।

সভাপতির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে মুক্তিযোদ্ধাদের ‘মা’ হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন আমাদের শহীদ জননী। তিনি ও তাঁর পরিবারের যেই আত্মত্যাগ, সেই ইতিহাস ও আদর্শ আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। তুলে ধরতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাহানারা ইমাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সময়ের তোলা ছবি এবং জাহানারা ইমাম জাদুঘরের একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের পর জাহানারা ইমামের ছোট ছেলে সাইফ ইমাম জামি জাতীয় জাদুঘরের কাছে জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ভার্চুয়ালি জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে সাইফ ইমাম জামি বক্তৃতা করেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংসদ সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫১১

**পরিবেশ সাংবাদিকতার সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হবে**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

পরিবেশ সাংবাদিকতার সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত ‘জলবায়ু রাজনীতির প্রেক্ষিত ও গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকতা চর্চা করতে গিয়ে তৃণমূলে, গ্রামে-গঞ্জে, মফস্বলে যদি কোনো সাংবাদিক বা কোনো প্রতিবেদক স্থানীয় বা তথাকথিত প্রভাবশালী দ্বারা যদি কোনো ধরনের সমস্যায় পড়েন, সেক্ষেত্রে সরকার সেই সাংবাদিকদের বা প্রতিবেদকদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন, সহযোগিতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এর কারণ জাতীয়ভাবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের অবস্থান পরিবেশ সুরক্ষার পক্ষে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পরিবেশকে বিপর্যয়ে ফেলার জন্য বাংলাদেশ সবচেয়ে কম দায়ী কিন্তু বড় শিকার। যে কারণে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীর যেকোনো প্লাটফর্মে আমরা এ বিষয়ে উচ্চকন্ঠ থাকি এবং এখানে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় আমরা কাজ করি সরকার, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম সবাইকে নিয়ে।

প্রতিমন্ত্রী যোগ করেন, দেশের ভেতরে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরিবেশকে বিপর্যয়ের সম্মুখে ফেলেন এবং সেই বিষয় নিয়ে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক বা প্রতিবেদককে বিপদে পড়তে হয়, সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করবে। দরকার হলে এ বিষয়টি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হবে। কারণ সরকার মনে করে সাংবাদিকতা চর্চা করতে গিয়ে যারা স্থানীয় পর্যায়ে বিচ্যুতি-ব্যত্যয়ের বিষয়গুলো তুলে ধরবেন তারা সরকারকে সহযোগিতা করছেন, দেশ ও জনগণকে সহযোগিতা করছেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা পরিবেশ-প্রতিবেশকে মাথায় রেখে টেকসই উন্নয়ন করতে চাই। আমরা যেমন পরিবেশের সুরক্ষা করতে চাই, তেমনি পরিবেশ-প্রতিবেশের সুরক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চালিয়ে রাখতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে অনেকে বিতর্ক তৈরির অপচেষ্টা করে থাকে। পরিবেশকে অনেক ক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উন্নয়ন-অগ্রগতিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাংবাদিকতা হয়, সেটা পেশাদার সাংবাদিকতা বলা যায় না।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যারা সততা, সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে সাংবাদিকতা করবেন তাদের জন্য বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা থাকা দরকার। সাংবাদিকতার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের কল্যাণে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান দিয়ে এ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে যারা সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে তাদের নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য এ ধরনের আরো কিছু উদ্যোগ নেয়া হবে। সাংবাদিকদের আর্থিক স্বাধীনতা তৈরির জন্য যে ধরনের পলিসি নেওয়া দরকার সেটা নিয়েও সরকার কাজ করছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)-এর করা বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থান প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আরএসএফ-এর সূচক প্রকাশ ভালো উদ্যোগ। তবে তাদের মেথডোলজির মধ্যে অনেক দুর্বলতা আছে। আরএসএফ বিভিন্ন দেশে স্কোরিং করার ক্ষেত্রে যাদের মতামত নিচ্ছে, তাতে কিছু মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটছে। সেটা কোনভাবেই গোটা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিবেশের প্রতিফলন হচ্ছে না। এটা কোনো দেশের ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। তবে একইসাথে এ ধরনের প্রতিবেদনে কোন সত্য বা আমাদের দুর্বলতা থাকলে সেটা বিবেচনায় নিয়ে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক ও ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এর সভাপতি নুরুল ইসলাম হাসিব আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

এদিকে আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে সম্পাদক পরিষদ আয়োজিত অপর এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

আলোচনা সভায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের অবস্থান মূলত পরিবেশ সুরক্ষার পক্ষে। শুধু পরিবেশ সুরক্ষা না, মুক্ত গণমাধ্যম, গণমধ্যমের সুরক্ষা এবং গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার আছে এবং থাকবে। তবে রাজনীতিতে যেমন অনেক ক্ষেত্রে অপরাজনীতি আছে, বিভিন্ন পেশায় যেমন কিছু নেতিবাচক দিক আছে, এমনি তথ্যের সাথেও আমরা অপতথ্যের বিস্তৃতি অনেক সময় দেখি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অপসংবাদিকতাও আমরা দেখি যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে। এটি কিন্তু শুধু আমি বলছি না আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যম যত মুক্ত হবে, তারা স্বাধীনতা যত চর্চা করবে এবং অপতথ্যের বিপরীতে যত তথ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে ততই সমাজে গুজব, অপপ্রচার এগুলো রোধ হবে। সরকার মনে করে গণমাধ্যম এবং পেশাদার সাংবাদিকতা সরকারের বন্ধু। তারা সরকারকে সহযোগিতা করেন।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য প্রদান করেন নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও সংসদ সদস্য এ কে আজাদ, সম্পাদক পরিষদের সহসভাপতি ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা)-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান, ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক জাফর সোবহান, দৈনিক দেশ রূপান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোস্তফা মামুন।

#

ইফতেখার/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ৪৫১০

**এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা ১২ মে**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে ):

আগামী ১২ ই মে ২০২৪ সকাল ১০ টায় গণভবনে মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষা ২০২৪ এর ফলাফল এবং ফলাফলের পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হবে।

#

খায়ের/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫০৯

**একজন টেনিস খেলোয়াড় তৈরি করব, যার জন্য দেশবাসী গর্ববোধ করবে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, টেনিস যেকোনো খেলার সম্মানের দিক থেকে অনেক উপরে। বিশ্বের অনেক লিজেন্ডরা গ্যালারিতে বসে টেনিস খেলা দেখেন। আগে অভিজাত পরিবারের সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা টেনিস খেলতো। এখন আর সেরকম জৌলুস নেই। একজন টেনিস খেলোয়াড় ১০০ জনকে পথ দেখাবে। ফুটবল খেলোয়াড়রা একসময় উন্মাদনা তৈরি করেছিল। সেই উন্মাদনা আমাদেরকে মাঠে নিয়ে যেত। আমরা বয়সভিত্তিক টেনিস খেলাকে গুরুত্ব দিয়েছি । সাধারণকে টেনিস মাঠে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছি । উপজেলা পর্যায়ে টেনিস খেলা চলে গেছে। টেনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ আছে। প্রচারণার সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে চাই। টেনিসের প্রতি যাদের প্রেম, ভালবাসা আছে তাদেরকে আগামীতে নির্বাচিত করবেন। ফেডারেশন ও কাউন্সিলররা মিলে খেলোয়াড় তৈরি করবেন। এমন একজন টেনিস খেলোয়াড় তৈরি করব, যার জন্য দেশবাসী গর্ববোধ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিজয়নগরস্থ হোটেল ৭১-এ বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ মোহাম্মদ হায়দার এবং কোষাধ্যক্ষ খালেদ আহমেদ সালাহউদ্দিন নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। মানব কাঠামো তৈরি হচ্ছে না। এগিয়ে যাওয়ার জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সংস্কৃতি ও ক্রীড়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছেন। ক্রিকেটে ওডিআই ও টেস্ট স্ট্যাটাস তার সময় এসেছে। ক্রিকেট এখন সমীহ জাগানো বিষয়। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি শেখ জামাল জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স আধুনিক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, টেনিস ফেডারেশনকে জবাবদিহিতার জায়গায় রাখতে চাই। সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলো দূর করে টেনিসকে এগিয়ে নিতে চাই।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৬৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ৪৫০৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে ):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমকি ৭৮ শতাংশ। এ সময় ২৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ৪৯৯ জন।

#

দাউদ/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৭

**স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল উদাহরণ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল উদাহরণ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ত্যাগ সর্বোচ্চ। তিনি ও তাঁর পরিবারের যে আত্মত্যাগ, সেই ইতিহাস ও আদর্শ আমাদের স্মরণে রাখতেই হবে। তুলে ধরতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মিলনায়তনে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শহীদ জননীর ইতিহাস যেন দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দেয়া যায় সে লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী। তরুণ প্রজন্মকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘরের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লেখনি অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষকরে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যখন আন্দোলন চলছিল, যুদ্ধাপরাধীদের আস্ফালনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি জাহানারা ইমাম। জাতির পক্ষ থেকে এই মহান আত্মত্যাগের জন্য জাহানারা ইমামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী ।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম-এর পুত্র সাইফ ইমাম জামি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ। এছাড়াও সংসদ সদস্য বৃন্দ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, বীর মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

হাবীব/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৬

**মুসলিম উম্মাহর একাত্মতা ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে**

 **-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

বানজুল (গাম্বিয়া), ৪ মে:

গাম্বিয়ার বানজুলে ২-৩ মে অনুষ্ঠিত ১৫তম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভার সাইডলাইনে গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের স্থায়ী পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত রিয়াদ মনসুর (Riyad Mansour) বৈঠক করেন। বৈঠকে রিয়াদ মনসুর ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণের অকুন্ঠ সমর্থনের কথা অবহিত করেন। ফিলিস্তিনি সাধারণ জনগণের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসন স্থায়ীভাবে নিরসনের লক্ষ্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ওআইসির সদস্য দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ওআইসির ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, সৌদি আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, গাম্বিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নাইজেরিয়াতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসুদুর রহমান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অণুবিভাগের মহাপরিচালক ওয়াহিদা আহমেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৫

**বাংলাদেশের সাথে গাম্বিয়ার বাণিজ্য ও কৃষিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির আশাবাদ**

বানজুল (গাম্বিয়া), ৪ মে:

গাম্বিয়ার বানজুলে ২-৩ মে অনুষ্ঠিত ১৫তম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভার সাইডলাইনে গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদোউ তাংগারা'র (Mamadou Tangara) দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে।

গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসাথে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্যও তিনি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

ওআইসি'র ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভার সভাপতিত্ব লাভ করায় গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ড. হাছান মাহমুদ অভিনন্দন জানান এবং গাম্বিয়া ওআইসির সভাপতি থাকাকালীন সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাতকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গাম্বিয়ার কৃষিখাতে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। হাছান মাহমুদ গাম্বিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য দুই দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি জয়েন্ট বিজনেস টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাবনা দেন।

গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষিখাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানে ওআইসি'র দৃঢ় ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ওআইসির ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, সৌদি আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও ওআইসিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, গাম্বিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নাইজেরিয়াতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসুদুর রহমান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অণুবিভাগের মহাপরিচালক ওয়াহিদা আহমেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৫১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৪

**রিকশাচালকদের মাঝে ছাতা বিতরণ করলেন ডিএনসিসির মেয়র**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম গতকাল রাজধানীর উত্তরায় ৪ নম্বর সেক্টরে দাবদাহের তীব্রতা থেকে রক্ষা পেতে রিকশাচালকদের মাঝে রিকশাতে স্থাপনযোগ্য একটি ছাতা, পানির বোতল ও ১২ প্যাকেট করে খাবার স্যালাইন বিতরণ করেছেন।

ছাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, দিনদিন দাবদাহ প্রকট হয়ে উঠছে। প্রতিদিন যাদের জীবিকার প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হয় তাদের কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। সীমিত আয়ের মানুষদের বিশেষ করে রিকশাচালকদের কষ্ট আরো বেশি হচ্ছে। তারা যাতে অন্তত ছাতার ছায়াতে থাকতে পারে এ জন্য সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ছাতা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সিটি কর্পোরেশনে যতগুলো নিবন্ধিত রিকশা রয়েছে সবার কাছে ধাপে ধাপে ছাতা পৌঁছে দেয়া হবে।

এসময় ঢাকা ১৮ আসনের সংসদ সদস্য খসরু চৌধুরী, রাজউকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান সরকার এবং ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ আফছার উদ্দিন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেয়র ৪ নম্বর সেক্টরের পার্কের সংস্কার কাজ সমাপ্ত ওয়াকওয়েটি উদ্বোধন করেন।

#

মকবুল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১২২৮ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫০৩

**রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার**

**দ্রুত নিষ্পত্তিতে আশাবাদী বাংলাদেশ ও গাম্বিয়া**

বানজুল (গাম্বিয়া), ৪ মে:

গাম্বিয়ার বানজুলে ২-৩ মে ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত ওআইসির ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছে। সম্মেলনের সাইডলাইনে গতকাল গাম্বিয়ার বিচার বিষয়ক মন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল দাওদা এ. জালো (Dawda A. Jallow) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

গাম্বিয়ার বিচার বিষয়ক মন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল মিয়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একইসাথে রোহিঙ্গা গণহ্ত্যা মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করার জন্য তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সাক্ষাতকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণে বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতাগুলোও তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নিজভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন শুরু করার প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

গাম্বিয়ার মন্ত্রী দাওদা এ জালো বৈঠকে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার অভিযোগ প্রমাণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই সাথে তিনি এ মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত ফান্ডের বিষয়টিও তুলে ধরে ওআইসিতে গাম্বিয়া সভাপতি থাকাকালীন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আরো সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়েও আশা প্রকাশ করেন।

প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ মামলা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদানের আশ্বাস দেন এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা সরোজমিনে দেখার জন্য গাম্বিয়ার মন্ত্রী দাওদা এ জালো’র আগ্রহকে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২৯ মে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের পাশাপাশি গাম্বিয়ার নেতৃত্বে রোহিঙ্গা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এডহক সভায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গাদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গাম্বিয়ার নেতৃত্বে মামলা করার বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়।

সভায় মামলার উদ্যোগ গ্রহণসহ অন্যান্য আইনি ও আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে ওআইসি সদস্য দেশগুলো হতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার ধারাবাহিকতায় সে বছরই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গাম্বিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করে।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলি/মানসুরা/২০২৪/৯৫০ ঘন্টা